Vol. 11 | No. 2 | 1967

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

“কিফায়েত-উল-মুসল্লীন”-রচয়িতা শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণ

Volume	11
Issue	2
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল করিম
Published online	December 16, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i2.2
Pages	37-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

‘কিফায়েত-উল-মুসল্লীন’-রচয়িতা শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণ

আবদুল করিম

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শেখ মুত্তালিব একজন নামকরা কবি। তাঁহার ‘কিফায়েত-উল-মুসল্লীন’ ও ‘কায়দানী কিতাব’ নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] দুইখানি কাব্যই ধর্ম-গ্রন্থ ; ‘কিফায়েত-উল-মুসল্লীন’ মুসলমানদের অবশ্য করণীয় নমাজ, রোজা, হজ্জ, জকাৎ ইত্যাদি বিষয়ে এবং ‘কায়দানী কিতাবে’ নমাজের মসায়েলা আলোচনা করা হইয়াছে।[২] বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শেখ মুত্তালিবের

১। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ২০২ ; ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৩৭১, পৃঃ ৩২৪ ; *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, edited by late Munshi Abdul Karim and Ahmed Sharif, tr. by S. S. Husain, Dacca, 1960, pp 49-62, 70

২। ঐ ; ‘কিফায়েত-উল-মুসল্লীনে’র নিম্নলিখিত ভূমিকায় মনে হয় ‘কিফায়েত-উল-মুসল্লীন’ ও ‘কায়দানী কিতাব’ একই গ্রন্থের ভিন্ন নাম :

কিপায়তল মোছল্লিন স্থন দিআ মন।
বঙ্গ বাসে (ভাষে) কহে সেক পরাণ নন্দন ॥
সব মছায়েল আনি করি একাত্তর।
কহিয়াছে কায়দানী কিতাব ভিতর ॥

(*A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১)

কিন্তু অন্য এক ভণিতায় পরিষ্কার হয় যে দুইখানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ।

সরিয়ত কাএদা এই স্থনহ বএআন ॥
কহিছি অপর কাএদা কিতাবেত পাই।
নমাজের কাএদা পুনি কহিবারে চাই ॥……
কহিমু কাএদানী কিতাব বাঙ্গালা রচিআ ॥

(*A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত ; পৃঃ ৭১)

গুরুত্ব আলোচনা করিয়া ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বলেন যে, "তিনি দেশে অত্যধিক সমাদর লাভ করিয়াছিলেন,—ইসলাম শাস্ত্রীয় গ্রন্থকার বলিয়াই তাঁহার সমাদর এত বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। তাঁহার "কিফাইতু-ল্-মুসল্লীন" নামক ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থখানি দেশে এতই সমাদৃত হইয়াছিল যে, বাংলা ও আরবী উভয় হরফে তাঁহার গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। বাংলা হরফে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির তারিখ ১১৩৪ মঘী অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ এবং আরবী হরফের প্রাচীনতম দুইটি পাণ্ডুলিপির তারিখ ১১৮০ মঘী অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ।"[৩]

'কিফায়েত-উল-মুসল্লীন' গ্রন্থোৎপত্তির কথা ও কয়েকটি ভনিতা নিম্নরূপ :

পুস্তকের বিবরণ স্তন মুহুমিনগণ
কহিবাম সে সব ভারতা।
কিতাবে জেমত আছে সে সব কহিম পাছে
আগে কহি প্রসংসার কথা।
মুলুবি রহমতল্যা তপে দানে হাবিব আল্লা
চতুৰ্দ্দশ এলম অবধান।
হাজি হোরমাইন তাত আর কারি কেরামত
তাতধিক হাপেজ কোরান।
জ্ঞানে ধ্যানে অতি সক্ত আল্লাভাবে নিত্তি ভক্ত
শাস্ত্রমতে নিতিবাক্য বঙ্গ॥
পুনি জুগ পাণি জুরি সবে নিবেদন করি
আজ্ঞা হউক বাঙ্গালা রচন।
আরবির ভাসে তাকে ন বুজএ সৰ্ব্ব লোকে
বুজিবেক হইলে পএআর।
তবে তার বুজি মৰ্ম্ম করিবেক শাস্ত্র কৰ্ম্ম
পাই তার উপদেশ সার ॥

৩। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ১৯৮। সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতিতে ১১৩৪ মঘী বা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পাণ্ডুলিপির কোন উল্লেখ নাই। দুইশত বৎসরের পুরাতন দুইখানি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা অনুমান-নির্ভর। ১১৩৪ মঘী বা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পাণ্ডুলিপি হয়ত ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের নিকট আছে বা তিনি অন্য কোথাও দেখিয়াছেন।

তাত আজ্ঞা কৈল্যা মোরে বঙ্গ ভাসে রছিবারে
মুছল্লি সবের হইতে জ্ঞান।
চাহিয়া কিতাব মাজ শাস্ত্র অনুমতি কাজ
কহিবাম করিতে আগাজ ॥
আমি জুগ পাণি জুরি নিবেদিল ভক্তি করি
কন মতে করিম পয়আর।...
তাহান আদেশ পাই কৈলুম অঙ্গিকার।
মোছলমানী শাস্ত্র কথা কহিতে পয়ার ॥
মহাসয়ে মুলুবির বচন ধরিআ।
চলিলুম বিকট পন্থে আল্লাক সরিআ ॥
মুলুবি কিতাব চাহি কহন্ত মহত।
পয়ার করিতে লাগিলুম রোআইত ॥[৪]

মৌলবী রহমতুল্লা আলিম অনুপাম।
দানে দাতা ভয়ে ত্রাতা সর্বগুণঠাম ॥...
অন্ন বস্ত্র দিয়া বহু করিয়া যতন।
অনুক্ষণ প্রীতিভাবে করন্ত পালন ॥
তাহান নিকটে মোরে সদাই বসাই।
কিতাবের রওয়ায়েত কহন্ত বুঝাই ॥
তাহান আদেশ মুঞি শিরেত ধরিয়া।
করযুগে তান দুই চরণ বন্দিয়া ॥
ওস্তাদ সকল পদে করম আরতি।
কেফায়েতুল মোছল্লিন পুণ্যের ভারতী ॥
সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরান সুজন।
তাহান নন্দন হীন মোতালিব ভাণ ॥[৫]

'কায়দানী কিতাবে'র ভণিতা :

৪। *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫—৫৭।

৫। ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ২০০। মনে হয় হক সাহেব এখানে কবির রচনা আধুনিক বানান পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

সরিয়ত কাএদা এই সুনহ বএআন ॥
কহিছি অপর কাএদা কিতাবেত পাই ।
নমাজের কাএদা পুনি কহিবারে চাই ॥
আমি হেন হীন বুদ্ধি প্রিথীবিতে নাই ।
কিতাব দরশন করি কইবারে চাই ॥
আরবী জোবান সব লোকে না বুজীব ।
বাঙ্গালা জোবানে সবে তবে তর্ত্ত (তত্ত্ব) পাইব ॥
হিন মুতাল্লিবে কহে আল্লাক ভাবিআ ।
কহিনু কাএদানী কীতাব বাঙ্গলা রচিআ ॥
উত্তর দেশেতে ছিল ফাজীল মোহাজন ।
তান নাম রহমত কহি সর্ব্বজন ॥
কীতাব পরিআ দেখি বুজাইল মোরে… ।
আরবী বাঙ্গালা দেখি ন ফিরাইয় মন… ।
মনে করি অনুপাম কীতাব কাএদানী নাম
বাঙ্গালা ভাসে করিমু পএআর ।[৬]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে জানা যায় যে শেখ মুত্তালিবের পিতার নাম শেখ পরাণ, তিনি চট্টগ্রাম জিলার সীতাকুণ্ড গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমানে সীতাকুণ্ড গ্রাম একটি রেল ষ্টেশন এবং ঐ একই নামীয় থানার কেন্দ্রস্থল। কবি শেখ মুত্তালিব মৌলবী রহমতউল্লাহ নামক একজন আলেমের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে গ্রন্থ দুইখানি রচনা করেন। মৌলবী সাহেব শুধু যে গ্রন্থ রচনার আদেশ দেন তাহাই নহে, তিনি আরবী পুস্তক বিশ্লেষণ ও অনুবাদ করিয়া দিলে কবি তাহা পয়ারে রচনা করেন। মৌলবী রহমতউল্লাহ ছিলেন একাধারে আলেম, কারী (যাঁহারা শুদ্ধভাবে কোরান শরীফ পাঠ করিতে পারেন) এবং হাফেজ (অর্থাৎ যাঁহারা কোরান শরীফ মুখস্থ করেন)। মৌলবী রহমতউল্লাহ হাজীও ছিলেন এবং হজ্জ উপলক্ষে হেরমাইন অর্থাৎ পবিত্রভূমি মক্কা ও মদীনা সফর করেন। কবির মতে মৌলবী সাহেব তাপস এবং দাতা ছিলেন এবং "চতুদ্দশ এলমের" অধিকারী ছিলেন। কবির "অন্ন বস্ত্র দিয়া বহু করিয়া যতন। অনুক্ষণ প্রীতিভাবে করন্ত পালন॥" উক্তি হইতে ডঃ এনামুল হক মনে করেন যে কবি শেখ মুত্তালিব

৬। *A Descriptive Calalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

অল্প বয়সে পিতৃহারা হন এবং মৌলবী রহমতউল্লাহ তখন তাঁহাকে পালন করেন এবং তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[৭] শেখ মুত্তালিবের শৈশবে পিতৃহারা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, কিন্তু "অন্ন বস্ত্র দিয়া···" ইত্যাদি কথাগুলি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত নাও হইতে পারে। সেইযুগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষই করিত; মুসলমান আমলে এইজন্য ওস্তাদেরা সরকারের নিকট হইতে সদদ-ই-মা'শ বা অনুরূপ বৃত্তি ও জায়গীর লাভ করিতেন। মোগল আমলের পরে ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও ধর্মভক্ত জমিদারেরা মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করিত।[৮] (বর্তমানেও অনেক খারিজী মাদ্রাসায় অনুরূপ ব্যবস্থা চালু আছে।) আবার কোন ওস্তাদ নিজের বাড়ীতে পড়াইলে ওস্তাদের বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইত এবং ওস্তাদের বহির্বাটিতে থাকার ব্যবস্থা হইত। তাছাড়া মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে কোনরূপ আত্মম্ভরিতা ছিল না, তাঁহারা নিজেদের অত্যন্ত হীন, জয়িফ, এতিমরূপে এবং তাঁহাদের গুরু ও ওস্তাদদের অনেক বড় ও মহানরূপে চিত্রিত করিতেন।[৯] সুতরাং শেখ মুত্তালিবের "অন্ন বস্ত্র দিয়া···"ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তিনি শৈশবে সত্যই পিতৃহীন হইয়াছিলেন বলিয়া জোর করিয়া বলা যায় না। অন্য যেই দুইটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হইল তাহাও সম্পূর্ণ এড়ান যায় না। যাহা হউক উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে শেখ মুত্তালিবের পিতার নাম, ঠিকানা ও ওস্তাদের নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না।

৭। ডঃ এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ২০০।

৮। মুসলমান আমলে এইরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলের অনেক মুসলমান ধর্মপ্রাণ জমিদার যে মাদ্রাসার খরচ নির্বাহ করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ মৌলবী হামীদউল্লাহ খান তাঁহার 'আহাদীস-উল-খওয়ানীন' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

৯। ডঃ সাজ্জাদ হুসেন এই বিষয়ে বলেন, "A characteristic feature of the colophons is the note of humility in the language. There is no trace of any boastfulness and arrogance in the statements the authors make about themselves; they appear to be apologetic about their literery ventures and always crave the indulgence of the readers and their forgiveness for the faults in their composition." *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ xix.

শেখ মুত্তালিবের কোন গ্রন্থে তাঁহার সময়ের বা গ্রন্থ রচনার তারিখের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার সময় নিরূপণ করা একটি সমস্যা। ডঃ এনামুল হক ইহার খুব সোজা সমাধান করিয়াছেন। তিনি নিম্নের দুইটি উদ্ধৃতিতে পুস্তক সমাপ্তির "সাঙ্কেতিক তারিখ" দেখিতে পাইয়াছেন[১০] :

(১) সর্বলোকে বঙ্গভাষে কহিছে বিচার।
কেহ না কহিছে তারে ভাঙ্গিয়া যে সার ॥
ইসলাম এবাদত নমাজ সমাপ্ত।
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত ॥
সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম।
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম ॥

(২) পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম।
কিফায়েতুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম ॥

ডঃ হক প্রথম উদ্ধৃতির পঞ্চম পংক্তির "এবাদত নাম" ও ৬ষ্ঠ পংক্তির "তামাম" শব্দ ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতির "দীন ইসলাম" ও "কিফায়েতুল মুসল্লিন" এবং "নাম" শব্দগুলির আবজদ রীতি অনুসারে নিম্নলিখিত ভাবে সংখ্যা বাহির করিয়াছেন[১১] :

ইবাদত (عبادت) — ৪৭৭
নাম (نام) — ৯১
তমাম (تمام) — ৪৮১
১০৪৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৯ খ্রীঃ।

দীন = ৬৪
ইসলাম = ১৩২
কিফায়িৎ = ৫১০ *
আল মুসল্লীন = ২৫১ (এখানে 'নাম' দুইটি)
নাম = ৯১
১০৪৮ হিজরী = ১৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।* *

১০। ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ১৯৯। আমাদের নিকট যে পুঁথিটি আছে তাহাতে এই উদ্ধৃতিগুলি পাওয়া যায় না।

১১। ঐ, পৃঃ ১৬৪, ১৯৯।

* প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যাটি ৫১১ হইবে।

* * প্রকৃতপক্ষে যোগফল ১০৪৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। অর্থাৎ দুইটি সংখ্যাই হুবহু মিলিয়া যায়।

তাঁহার ভাষায়, "ইহার দুই পাণ্ডুলিপিতে পুস্তক সমাপ্তির দুইটি সাঙ্কেতিক তারিখ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, দুইটি তারিখই হুবহু মিলিয়া যাইতেছে।"[১২] তিনি আরও মনে করেন যে, "দুই তারিখই যখন ১৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পুস্তক সমাপ্তির তারিখে আর কোন সন্দেহ নাই।"[১৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই বিষয়ে ডঃ হকের মতো নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। কারণ এইভাবে মাঝখান হইতে আরবী শব্দগুলি বাছিয়া নিয়া তাহাদের সংখ্যা বাহির করার রীতি অভিনব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমার জ্ঞান সীমিত, কিন্তু আজীবন বাংলা সাহিত্যসেবী ডঃ এনামুল হকের নিজের পুস্তকে বা মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত ও ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচিতি'তে এইরূপ উদাহরণ আর পাওয়া যায় না। তাছাড়া কবি শেখ মুত্তালিব কোথাও বলেন নাই যে তিনি আবজদ রীতি অনুসারে তারিখ বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ আবজদের হিসাব ধরিলে প্রথম উদ্ধৃতির তৃতীয় পংক্তির "ইসলাম এবাদত নমাজ" শব্দগুলি বাদ পড়িবে কেন? সুতরাং ডঃ এনামুলহক-নিরূপিত শেখ মুত্তালিবের গ্রন্থ-রচনার তারিখ সন্দেহের অতীত নয়।

মনে হয় ডঃ এনামুল হক অষ্টাদশ শতকের চট্টগ্রামী কবি মোহাম্মদ মুকীমের কবি-ফিরিস্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।[১৪] মোহাম্মদ মুকীম তাঁহার বিখ্যাত 'গুলে বাকাওয়ালী' গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক আরও অনেক কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কবি-ফিরিস্তিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

এবে প্রণামী আমি পূর্ব কবি জান।
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান ।।
মুহম্মদ খান বিতর্পব (?) দৌলত কাজী বর।
এহি তিনি আর এক আছএ তৎপর ।।
গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম ।।...

১২। ঐ, পৃঃ ১৯৯।

১৩। ডঃ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ২০০।

১৪। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে "এই ফিরিস্তিটি চট্টগ্রামের বহু কবির সময় নির্ণয়ে বিশেষ সহায়ক।" ঐ, পৃঃ ১৪২।

শিরোমণি আলাওল মরণে জিওন।
শেষ গুণী গুরুমানি প্রণামি চরণ॥
আর বৃদ্ধ সমাশৈক্য আবদুল নবী নাম।
গয়াছুক, মুজাম্মিল সুধীর উপাম॥
হাবুত রোয়াজা, সেক পরাণ, পরাগল।
ফাজিল নাছির, তাহির সকল॥
আলী মুহম্মদ আর চামু বুধ জ্ঞান।
পূর্ব ধীর নামে নামে প্রণামি চরণ॥
অখনের পণ্ডিত আছএ যথাতথা।
সেসব প্রণাম করি কহিয়াম গাথা॥
শাহা আলী রাজা পদ করিয়া প্রণাম।
হারী নাম, আলী মিঞা পদেতে সালাম॥
মুন্সী নাম মুহম্মদ মুকীমে বন্দিয়া।
শ্রীযুত দানশ কাজী পদ প্রণামিয়া॥
অগ্রামী প্রণামিয়া চলিলুং পাছে পাছে।
করীম রহীম বলি প্রভু নাম আছে॥[১৫]

কবি মোহাম্মদ মুকীম অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। তাঁহার 'গুলে বাকাওয়ালী' কাব্যে চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসনের উল্লেখ আছে[১৬] এবং তাঁহার 'ফায়েতুল মোকতাদী' গ্রন্থ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।[১৭] চট্টগ্রামে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং মুকীমের দুইটি গ্রন্থই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হয়। 'গুলে বাকাওয়ালী' গ্রন্থে মুকীমের "চিরদিন ইংরেজ এথা মহীপাল" উক্তিতে মনে হয়, 'গুলে বাকাওয়ালী' রচনার সময় চট্টগ্রামে ইংরেজ অধিকার অনেক বৎসর অতীত হইয়াছিল। সুতরাং মোটামুটিভাবে ১৭৫০ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বা তার আরও কিছু পরে কবি মোহাম্মদ মুকীমের সময় নিরূপণ করা যায়।

মুকীম নিম্নলিখিত কবিদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

১৫। ডঃ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৫, পৃঃ ১৪২।
১৬। ঐ, পৃঃ ১৪১।
১৭। ঐ।

১। সৈয়দ সুলতান	২। মোহাম্মদ খান
৩। দৌলত কাজী	৪। আলাওল
৫। আবদুল নবী	৬। মুজাম্মিল
৭। শেখ পরাণ	৮। ফাজিল নাসির
৯। আলী মোহাম্মদ	১০। শাহ আলী রাজা
১১। দানিশ কাজী	১২। আলী মিঞা

ইঁহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন কবি, অর্থাৎ সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী ও আলাওলের সময় ইতিমধ্যেই মোটামুটিভাবে নির্ণীত হইয়াছে। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডঃ এনামুল হক, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডঃ আহমদ শরীফ ইঁহাদের সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। ডঃ এনামুল হক অন্যান্য কয়েকজনের সময়ও নিম্নরূপ ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন ঃ

আবদুল নবী—১০৯৬ হিজরী/১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ[১৯]
মুজাম্মিল—১৫/১৬ শতাব্দী[২০]
শেখ পরাণ—আঃ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু[২১]
ফাজিল নাছির—১০৮৯ মঘী/১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ[২২]
মোহাম্মদ আলী—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত[২৩]
(আলী মোহাম্মদ)
শাহ আলী রাজা—১৬৯৫-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ[২৪]

১৮। ঐ।

১৯। ঐ, পৃঃ ২১৭। ডঃ আহমদ শরীফও এই তারিখ সমর্থন করেন। *A Descriptive Calalogue of Bengali Manuscipts*, পূর্বোক্ত ; পৃঃ ৩।

২০। ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত ; পৃঃ ৬৬—৬৯। ডঃ আহমদ শরীফও এই মত সমর্থন করেন। আহমদ শরীফ : মুজাম্মিল বিরচিত নীতিশাস্ত্র বার্তা, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৮-১০।

২১। ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ১৬৪-১৬৬।

২২। ঐ, পৃঃ ১৩৬। আরও দেখুন *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৫।

২৩। ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ২৮৭। *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭২।

২৪ ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ২৮১-৮২।

ডঃ এনামুল হক কর্তৃক ফাজিল নাসির, আলী মোহাম্মদ ও শাহ আলী রাজার নিরূপিত সময় নিতান্তই যথার্থ, তবে ফাজিল নাসিরের সময় মুদ্রাকর প্রমাদে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের স্থলে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু আবদুল নবী, মুজাম্মিল ও শেখ পরাণের নিরূপিত সময় সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যেহেতু মোহাম্মদ মুকীম এই কবিদিগকে তাঁহার পূর্ববর্তী রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, সেহেতু ডঃ হক মনে করিয়াছেন যে তাঁহারা মুকীমের অনেক পূর্ববর্তী কবি হইবেন।[২৫] আমার মনে হয় মুকীম পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কবিদিগকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রথম, সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী ও আলাওল —মুকীম পরিষ্কার ভাবে ইঁহাদিগকে "পূর্ব-কবি" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং আলাওলকে "শেষ গুণী" বলিয়া ইঁহাদের নাম শেষ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়, "আর বৃদ্ধ" বলিয়া আবদুল নবী হইতে শুরু করিয়া মুজাম্মিল, শেখ পরাণ, ফাজিল নাসির ও আলী মোহাম্মদের নাম করিয়াছেন ; —তৃতীয়, "অখনের পণ্ডিত আছএ যথা তথা" বলিয়া সমসাময়িক কবিদের সকলের নাম উল্লেখ করেন নাই, শুধু হয়তঃ গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল বলিয়া বা অন্য কোন ভাবে ঋণী ছিলেন বলিয়া শাহ আলী রাজা, আলী মিঞা ও দানিশ কাজীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[২৬] এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় আবদুল নবী, মুজাম্মিল ও শেখ পরাণ কবি মুকীমের

২৫। যেমন মুজাম্মিল সম্পর্কে তিনি বলেন, " 'গোলে-বাকাওলী' পুঁথিতে কবি মুকীম চট্টগ্রামের তৎপূর্ববতী কবিদের নাম করিতে গিয়া সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, আলাওল প্রভৃতির সহিত কবি মুজাম্মিলের নামও করিয়াছেন।" মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ৬৭।

২৬। দানিশ কাজী সম্পর্কে মুকীম 'গুলে বাকাওয়ালী' কাব্যে বলিয়াছেন ঃ

শহর উত্তরে ছলক বাহার মৈদ্ধান।
মোহা গুণবন্ত এক আছে সেই স্থান ॥
মোহাম্মদ দানিছ নামে বুদ্ধি পরবল।
গুণবণ্ড মোহা ধির প্রাএ আলাওল ॥···
তানির মুরিদ দির্ব্ব ভাবে পরতেক।
শরিয়ত সুসিঙ্গিত মোহোক্ত ছালেক ॥
অন্যে ২ প্রিতিবাসী আমি তথা জাই।
নানা পরস্তাব পরি বঞ্চি এক ঠাঁই ॥···

A Descritive Catalogue of Bengali Manuscripts, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

সময় বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত ছিলেন। ডঃ এনামুল হক নিজেই স্বীকার করেন যে এই দ্বিতীয় ভাগের কবিদের মধ্যে ফাজিল নাসির অষ্টাদশ শতকের লোক এবং মোহাম্মদ আলী (আলী মোহাম্মদ) প্রকৃতপক্ষে মুকীমের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই মত আমাদের পূর্বোক্ত মতকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, কারণ একই ভাগের দুইজন সমসাময়িক হইলে অন্যান্যরাও সমসাময়িক হইবেন। তবু আবদুল নবী, মুজাম্মিল ও শেখ পরাণের সময় সম্পর্কে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আবদুল নবী

আবদুল নবী রচিত 'আমীর হামজা' ও 'কোরানের কায়দা' নামক দুইখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে,[২৭] তবে দুইখানি পুঁথির রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই।[২৮] 'কোরানের কায়দা' রচয়িতা আবদুল নবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, অন্যপক্ষে 'আমীর হামজা' রচয়িতা আবদুল নবীর আত্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ইনি চট্টগ্রাম জিলার ছিলিমপুর গ্রামের সিদ্দিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[২৯] আবিষ্কৃত গ্রন্থ সমূহ তাঁহার রচনার তারিখ পাওয়া যায় না। ডঃ এনামুল হক কোন এক গ্রন্থে প্রাপ্ত ভণিতার সাহায্যে মনে করেন যে ১০৯৬ হিজরী বা ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল নবী 'আমীর হামজা' গ্রন্থ রচনা করেন।[৩০] মরহুম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচিতি'তে দেখা যায় যে চট্টগ্রামে চাপাতলী গ্রামের কোন এক লোকের নিকট রক্ষিত একটি পুঁথিতে ঐ ভণিতাটি পাওয়া যায়।[৩১] চাপাতলীর পুঁথিটি এখন পাওয়া যায় কিনা জানিনা; ভণিতাটি হয় মরহুম সাহিত্য বিশারদ বা ডঃ এনামুল হক নিজে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের যে কোন কেহ দেখিলে তাহা অবিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং আমাদের ধরিয়া নিতে হয় যে আবদুল নবীর 'আমীর হামজা' রচনার তারিখ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। যদি তাই হয়, তবে আবদুল

২৭। ঐ, পৃঃ ১-৪, ৭২।

২৮। ঐ, পৃঃ ৭২।

২৯। ঐ, পৃঃ ২।

৩০। এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ২১৭

৩১। *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পৃঃ ৩।

নবী কবি মুকীমের সময়ে জীবিত ছিলেন না। অথবা আবদুল নবী আশাতিরিক্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং কবি মুকীম অল্প বয়সে তাঁহাকে দেখেন। যদি তাহাও অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে 'আমীর হামজা' রচয়িতা আবদুল নবী ও 'কোরানের কায়দা' রচয়িতা আবদুল নবী দুইজন ভিন্ন লোক এবং কবি মোহাম্মদ মুকিম 'কোরানের কায়দা' রচয়িতা আবদুল নবীকে উল্লেখ করিয়াছেন।

মুজাম্মিল

কবি মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্ত্তা' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩২] আবিষ্কৃত গ্রন্থের প্রতিলিপির কোনটির তারিখ অষ্টাদশ শতকের আগে নিরূপণ করা যায় না।[৩৩] ডঃ এনামুল হক ১৫/১৬ শতকে মুজাম্মিলের সময় নিরূপণ করিয়াছেন।[৩৪] ডঃ আহমদ শরীফ বলেন যে "মুজাম্মিল পনেরো শতকের কবি কি-না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তিনি যে ষোল শতকের পরবর্তী-কালের লোক নন, সে বিষয়ে সংশয় করার বিশেষ কোন গুরুতর কারণ নেই-একথা বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়। তাই আমরা মুজাম্মিলকে ষোল শতকের কবি বলে স্বীকার করে নিলাম।"[৩৫] ডঃ এনামুল হক এবং ডঃ আহমদ শরীফ ষোল শতকে মুজাম্মিলের সময় নিরূপণের তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন—১ম, মুজাম্মিল শাহ বদরউদ্দিন পীরের উল্লেখ করিয়াছেন[৩৬] এবং তাঁহারা মনে করেন যে মুজাম্মিলের

৩২। ডঃ এনামুল হক মনে করেন যে মুজাম্মিলের 'নীতিশ্রাস্ত্রবার্তা' ও 'সায়াৎনামা' নামক দুইখানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ৬৬)। কিন্তু ডঃ আহমদ শরীফের মতে "...আবিস্কৃত গ্রন্থ মুজাম্মিলের একটিই। আর সে গ্রন্থের নাম 'নীতিশাস্ত্রবার্তা'।" (মুজাম্মিল বিরচিত নীতিশাস্ত্রবার্তা, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৫)।

৩৩। ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তা, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৮।

৩৪। ডঃ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃঃ ৬৯।

৩৫। মুজাম্মিল বিরচিত নীতিশাস্ত্রবার্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

৩৬।
শাহা বদরউদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি
শতমুখে সে বাখান কহিতে না পারি।
তাহান আদেশ-মাল্য মস্তকে ধরিয়া
রচিলেন্ত মুজাম্মিলে মনে আকলিয়া।
(ঐ, পৃঃ ৭ ; মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮)

শাহ্ বদরউদ্দীন বিহারের পীর বদর উদ-দীন বদর-ই-আলমের সঙ্গে অভিন্ন, চট্টগ্রামের বদরপাতিতে যাঁহার কবর আছে;—২য়, মুজাম্মিলের ভাষায় প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং—৩য়, মুজাম্মিলকে কবি মুকীম চট্টগ্রামের পূর্ববর্তী কবিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাদের প্রথম যুক্তির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ একমাত্র নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত মুজাম্মিলের শাহ্-বদর-উদ্দীন এবং বিখ্যাত পীর বদর-ই-আলমকে অভিন্ন মনে করার আর কোন সূত্র পাওয়া যায় না। মুজাম্মিল শাহ্ বদরউদ্দীনের কোন পরিচয় দেন নাই। বিখ্যাত পীর বদর-ই-আলমের শিষ্য হইলে মুজাম্মিল তাঁহার পরিচয়দানের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, মুজাম্মিল-উল্লেখিত শাহ্ বদরউদ্দীন কোন আঞ্চলিক পীরও হইতে পারেন, অন্ততঃ এই সম্ভাবনা অকল্পনীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ ভাষার প্রাচীনতা[৩৭] সম্বন্ধে এই বলা যায় যে প্রাচীনতা-দ্যোতক শব্দগুলি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দও হইতে পারে। তৃতীয়তঃ কবি মুকীমের কবি-ফিরিস্তি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে মুকীমের সময় মুজাম্মিল বৃদ্ধ ছিলেন, অর্থাৎ মুজাম্মিল মুকীমের অগ্রবর্তী সমসাময়িক (Senior contemporary) কবি। সুতরাং মুজাম্মিল যে পনেরো-ষোল শতকের কবি তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

শেখ পরাণ

শেখ পরাণের ‘নূরনামা’ ও ‘কায়দানী কিতাব’ নামক দুইখানি কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩৮] কোন পুঁথিতেই কবির সময় বা কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় না। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণ করিয়া শেখ পরাণের সময় নির্ণয় করিয়াছেন, কারণ শেখ পরাণ ছিলেন শেখ মুত্তালিবের

৩৭। প্রাচীনতাদ্যোতক শব্দগুলি নিম্নরূপঃ “লোকেঁ”, “ন”, “সভানে”, “কৈলুঁ”, “বলোক”, “করিলুঁ”, “দেশী ভাবে রচিলুং”। (এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮।)

৩৮। *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০, ৮১। ডঃ এনামুল হকের মতে শেখ পরাণের গ্রন্থ দুইখানির নাম ‘নূরনামা’ ও ‘নসীয়ৎ নামা’। (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪)। মনে হয় ‘কায়দানী কিতাব’ ও ‘নসীয়ৎ নামা’ একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

পিতা। ডঃ হকের মতে, "... ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরের দিকে কবি শেখ পরাণ জীবিত ছিলেন না, অন্ততঃ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কবি শেখ পরাণ যে জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[৩৯] এই বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নাই, কারণ যাহার ভিত্তিতে ডঃ হক শেখ পরাণের সময় নির্ণয় করিয়াছেন, সেই শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে ডঃ এনামুল হক নিরূপিত শেখ মুত্তালিবের সময় সন্দেহের অতীত নয় এবং অন্য কোন অকাট্য প্রমাণের অভাবে শুধু মোহাম্মদ মুকীমের কবি-ফিরিস্তির ভিত্তিতে মুজাম্মিল বা শেখ পরাণকে বা শেখ মুত্তালিবকে মুকীমের অনেক পূর্ববর্তী কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা শেখ মুত্তালিব ও তাঁহার রচিত 'কিফায়েত-উল-মুসল্লীন' এবং তাঁহার ওস্তাদ মৌলবী রহমতউল্লাহ সম্পর্কে এমনি নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, যাহার সাহায্যে শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণ করা যায়। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মৌলবী হামীদউল্লাহ খান তাঁহার 'আহাদীস-উল -খওয়ানীন' বা চট্টগ্রামের ইতিহাসে মৌলবী রহমতউল্লাহ সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

> از انجمله است مولوی رحمت الله مرحوم که بر فاصلهٔ کما بیش منزلی از شهر بجانب شمال نزدیک باب دهورنگ توطن داشت و وی درروم بمدرسهٔ قسطنطنیه کسب علوم کرده بود و اعلم وافقه واورع روزگار درین دیار بود وچون اودر تحقیق مسائل فقهی خصوصا در صوم وصلوٰة ازین دیار شرقیه کسی نخاسته ـ واز متعلمین طالب العلم اوکسی مطلوب بنام ازو شنیره کتابی بنام کفایة المصلی درمسائل صوم وصلوٰة بزبان بنگله تصنیف کرده وآن با شارهٔ او بوده باشد ـ [৪০]

৩৯। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫।

৪০। তারীখ-ই-হামিদী বা আহাদীস-উল-খওয়ানীন, কলিকাতা, ১৮৭১, পৃঃ ১৮৯।

"ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন মরহুম মৌলবী রহমত-উল্লাহ, যিনি শহরের (চট্টগ্রাম শহরের) প্রায় এক মঞ্জিল উত্তরে ধুরং নদীর নিকটে বাস করিতেন। তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুল (কনস্টান্টিনোপল) মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তিনি এই দেশে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রাচ্য দেশে ফেকাহ শাস্ত্রে, বিশেষতঃ নমাজ এবং রোজার মসায়েল সম্পর্কে তাঁহার মত বিদ্বান কেহই ছিলেন না। তাঁহার কাছে শুনিয়া মতলুব নামক তাঁহার একজন ছাত্র বাংলা ভাষায় 'কেফায়েত-উল-মুসল্লী' নামক নমাজ ও রোজা সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই বইখানি রচিত হয়।"

বলা বাহুল্য মৌলবী হামীদ-উল্লাহ্ খানের বর্ণিত মৌলবী রহমত-উল্লাহ এবং আমাদের আলোচ্য শেখ মুত্তালিবের ওস্তাদ মৌলবী রহমত-উল্লাহ একই ব্যক্তি এবং মতলুব মুত্তালিবের অন্যরূপ বানান। সুতরাং গ্রন্থকারের, তাঁহার ওস্তাদের এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। মৌলবী রহমত-উল্লাহ ধুরং নদীর নিকটে অর্থাৎ বর্তমান ফটিকছড়ি থানার[৪১] অধিবাসী ছিলেন। শেখ মুত্তালিবের পিতা এবং শেখ মুত্তালিব সীতাকুণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যায় যে শেখ মুত্তালিব তাঁহার ওস্তাদের বাড়ীতে পড়াশুনা করেন। এই জন্যই শেখ মুত্তালিব বলিয়াছেন,

অন্নবস্ত্র দিয়া বহু করিয়া যতন।
অনুক্ষণ প্রীতিভাবে করন্ত পালন ।।

মৌলবী হামীদ-উল্লাহ খান মৌলবী রহমত-উল্লাহ বা শেখ মুত্তালিবের সময় নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু তিনি চট্টগ্রামের আলিমদের ফিরিস্তি দিতে গিয়া মৌলবী রহমত-উল্লাহর কথা বলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনি প্রথমে মৌলবী সৈয়দ গদা হোসেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই গদা হুসেন ছিলেন শেখ মোহাম্মদ আনিস এবং শেখ মোহাম্মদ আশিক নামক দুই ভাইয়ের সমসাময়িক যাঁহারা নওয়াবী আমলের শেষ দিকে চট্টগ্রামের শাসনকার্যে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া মৌলবী হামীদ-উল্লাহ খান আরও বলেন যে মৌলবী সৈয়দ গদা হুসেন

৪১। ১৩০৩ বঙ্গাব্দ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "কেফাএতোল মোছল্লিন" গ্রন্থে জানা যায় তাঁহার নিবাস পাইনদং গ্রামে ছিল।

চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ বড় সাহেব (Chief) হ্যারী ভ্যারেলেস্টের (Harry Verelst) সমসাময়িক।[৪২] সুতরাং এই ভিত্তিতে মৌলবী রহমত-উল্লাহর সময়ও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নিরূপণ করা যায়। শেখ মুত্তালিবের গ্রন্থ রচনার সময়ও অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে। তিনি হয় মোহাম্মদ মুকীমের সমসময়ে বা একটু আগে বা একটু পরে তাঁহার 'কিফায়েত-উল-মুসল্লীন' রচনা করেন। মোহাম্মদ মুকীম "অখনের পণ্ডিত আছএ যথা তথা" বলিয়া শেখ মুত্তালিবের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

শেখ মুত্তালিবের সময় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নিরূপণ করিলে, চট্টগ্রামের আরও কয়েকজন বিখ্যাত কবির সময় নিরূপণ সহজ হইয়া পড়ে। শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণের সময় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্দেশ করা যায়।[৪৩] শেখ পরাণ হয়ত কবি মোহাম্মদ মুকীমের গ্রন্থ রচনার সময় বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত ছিলেন। শেখ পরাণের সমসাময়িক হাজী মোহাম্মদের সময়ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নিরূপণ করা যায়।[৪৪]

৪২। ঐ, পৃঃ ১৮৬-১৮৮।

৪৩। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ১৫৫০—১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার সময় নিরূপণ করিয়াছেন। (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫—১৬৬)।

৪৪। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ১৫৫০—১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার সময় নিরূপণ করিয়াছেন। (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬—১৭০)।